International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-XI, Issue-I, January 2025, Page No.23-30
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i1.003

প্রাক স্বাধীনতাকালে বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের নাট্যচর্চা ও নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজ: একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ড. অঙ্কুশ দাস
গবেষক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 18.01.2025; Accepted: 30.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Suri town is an important name in the history and administrative area of Birbhum district. This town is also quite noteworthy from the point of view of the district's theatre culture. Theatre practice started here under the cultural influence of Kolkata even before independence. This had an impact on Birbhum's overall theatre practice. Gradually, the idea of group theatre came into being in this amateur theatre practice. From there, the first theatre group of this city 'Nirmalshib Natyasamaj' was born. Along with this, the name Nirmalshiv Bandyopadhyay emerged in the district's theatre field. Who left a deep impression on the life of the writer Tarashankar Bandyopadhyay. At the same time, he became the first playwright of the district whose plays were also performed on the professional stage of Kolkata. The history of Suri town and its early theatre practice was intertwined with all this. Which influenced theatre practice in the entire Birbhum district for the next many decades. This article will play the role of the narrator of that journey.

Keyword: Theatre of Birbhum, Suri, Nirmalshib Bandyopadhyay, Nirmalshib Natyasamaj, History of Birbhum.

১৭৬৩ সালের ৩০শে আগস্ট সিউড়ী নিকটস্থ কড়িধ্যার কাছে রাজনগরের রাজা আসাদ ওজ্জমান খাঁ ও ইংরেজ সেনাপতি ম্যাকলিয়নের সাথে হওয়া যুদ্ধে রাজনগরের পরাজয়ের পর হতে ইংরেজ নিয়ন্ত্রণে ১৭৮৬ সালে বীরভূম ও বিষ্ণুপুর নিয়ে তৈরি হওয়া জেলার সদর হিসেবে সিউড়ী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। তবে তার পূর্বে এই প্রত্যন্ত জনপদের গুরুত্ব ছিল মূলত সড়ক পথে অবস্থানগত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেই। পরবর্তীতে ব্রিটিশ কর্মচারী, অফিস, আদালত, জেলখানা, বিদ্যালয় প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে জনসমাগম ও জনবসতি উভয়ই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৬৯ সালে সিউড়ী পৌরসভা গঠনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়।[১] ১৮৭৬ সালে সিউড়ী পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] সরকারী কাজকর্মে ও মামলা মোকদ্দমা সহ উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ ও

দেশীয় কর্মচারীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে জেলার তৎকালের জমিদার বা প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গরা এই জেলা সদরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে শুরু করে।

এই সূত্রেই কলকাতার নতুন নাট্যধারার ছোঁয়া লাগে বীরভূমেও। এর মূলে ছিল জেলার জমিদার শ্রেণীর সাথে কলকাতার ক্রমবর্ধমান নৈকট্য। এই প্রসঙ্গে অর্ণব মজুমদার বলেছেন- "বীরভূমের জমিদার সম্প্রদায়ের সঙ্গে কলকাতার প্রাগুক্ত নাট্যমোদি ভূস্বামীদের ঘনিষ্ঠতা হেতু তার কিছু প্রভাব অনিবার্য ভাবে এখানকার স্নায়ু মৃত্তিকায় যে পড়েছিল তা পরবর্তী ইতিহাস থেকে অনুমান করা যায়। হেতমপুর, কুন্ডলা, লাভপুর, সিউড়ি, দাঁড়কা, কীর্ণাহার ও রায়পুরের জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে কলকাতার বদান্য সংস্কৃতিবান জমিদার রাজাদের সখ্যতা বীরভূমে বহন করে এনেছিল আধুনিক নাট্য ভাবনার পরিকাঠামো ও প্রযুক্তি সমন্বিত আধুনিক থিয়েটারের প্রয়োগ কৌশল। উনিশ শতকের মধ্যভাগের প্রজন্ম তাদের বিলাস ও বিনোদনের জন্য কলকাতায় নব্য থিয়েটারের পোষকতা করলেও পরবর্তী প্রজন্ম তাকে স্বভূমে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।"[৩] এই আবহে জেলার সাংস্কৃতিকচর্চায় নতুন ধারার আগমন ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ১৮৯৭ সালে সিউড়ীর বড়বাগানে প্রশাসনের উদ্যোগে শুরু হওয়া মেলা যা 'বড়বাগান মেলা' নামে পরিচিত ছিল সেটিই এই নব্য ধারার আহ্বায়কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করে। মেলা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে থিয়েটারের অভিনয় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। জেলার বাইরে (মূলত শহর কলকাতা) থেকে বছরের পর বছর পেশাদারী নাট্যদলগুলি অভিনয় করে গেছে এই মেলা কেন্দ্র করেই। সে বিষয়ে একটি সম্মক ধারণা পাওয়া যায় অর্ণব মজুমদার লিখিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন[৪] ও তৎপুত্র অধ্যাপক পার্থ শঙ্খ মজুমদার রচিত গ্রন্থ[৫] থেকে। যে সকল বহিরাগত নাট্যদল তৎকালে সিউড়ী বড়বাগান মেলায় অভিনয় করেছিল তাদের কয়েকটি হল – ১৯০৭ সালে 'প্যারাডাইজ থিয়েটার' (তিনদিন ধরে অভিনীত হয় জনা, তাজ্জব ব্যাপার, শ্রীকৃষ্ণ, আবু হোসেন, নল দময়ন্তী, রাজা বাহাদুর), ১৯০৮ সালে বর্ধমানের 'বিজয়', ১৯০৯ সালে 'প্রবাসী' (চুক্তি ভিত্তিক ভাবে তিন দিন ও স্বউদ্যোগে অতিরিক্ত আরও তিন দিন অভিনয় হয়। সে সময়ে প্রায় ১,০০০ টাকার টিকিট বিক্রি হয়), ১৯২০ সালে 'স্টার থিয়েটার' (চার দিনে ১১টি নাটকের অভিনয়। যথা- মেবার পতন, মলিনা বিদায়, উর্বশী, বৈবাহিক, হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, জীবনসন্ধ্যা, কমলাকান্ত, পঞ্চশর, বিরাজ বৌ, শিবরাত্রি ও আলিবাবা), ১৯২০ সালে 'স্টার থিয়েটার' (কর্ণার্জুন সহ বেশ কয়েকটি নাটকের অভিনয়। বিক্রিত টিকিটের মূল্য তৎকালে প্রায় ৫,০০০ টাকা), ১৯২৮ সালেও 'স্টার থিয়েটার' (অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী, কুসুমকুমারী প্রমুখ দিকপালরা এসেছিলেন), ১৯৩১ সালে 'মিনার্ভা থিয়েটার' (পাঁচ দিন ধরে অভিনীত নাটক- মিশর কুমারী, সবুজ সুধা, দেশের ডাক, পুনর্জন্ম, রাঙা রাস্তা, কিন্নরী, বেহুলা, সুভদ্রা, আত্মদর্শন ও সত্যভামা), ১৯৩২ সালে 'স্টার থিয়েটার' (অভিনীত নাটক- মন্ত্র শক্তি, পুস্পাদিত্য, শ্রীগৌরাঙ্গ, উর্বশী, শকুন্তলা, ফুল্লরা, শ্রীরামচন্দ্র, আহুতি, মগের মুল্লুক ও স্বয়ংবরা)।

অপরদিকে সিউড়ীর অনতিদূরে ১৯১০-১১ সালের আগে হেতমপুর গ্রামে যে নাট্যমঞ্চ তৈরি হয় সেটি খুব সম্ভবত ছিল অস্থায়ীই। পরে ১৯১৫ সাল নাগাত পাকামঞ্চ তৈরি হয় এবং সেই মঞ্চে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক আলোশক্তির উৎসের জন্য ডায়নামো ব্যবহারের প্রামাণ্য তথ্য হতে মঞ্চের তৎকালীন পরিকাঠামো সম্পর্কে যা ধারণা পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করাই যায় তৎকালীন সময়ে বীরভূমের এক গ্রামে স্থাপিত সেই মঞ্চটি তুলনামূলক উন্নত ছিল যেখানে ১৩২৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইরেজির আনুমানিক ১৯২০ সাল নাগাত কলকাতার পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করেন। ওদিকে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জন্মভূমি লাভপুর গ্রামেও ১৯০৫ সালের কিছুকাল পরেই পাকা মঞ্চ তৈরি হয়। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে অতুলশিব মঞ্চ তৈরি হয়। দেখা যাচ্ছে ১৯১৫ থেকে ১৯২০-২১ সালের মধ্যেই জেলার পুরাতন মঞ্চগুলির পরিবর্তে বিপুল অর্থ খরচ করে সাধ্যমত উন্নতমানের মঞ্চ বানানোর প্রচেষ্টা হয়েছিল। বলা বাহুল্য এই বিবর্তনের নেপথ্যে জেলা সদর সিউড়ী শহরের বড়বাগান মেলায় পেশাদারী নাট্যদলগুলির অভিনয়ও প্রভাব ফেলেছিল। পাশাপাশি কলকাতার সাথে সেই সময় হেতমপুরের জমিদার চক্রবর্তী ও লাভপুরের জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারগুলির সরাসরি যোগাযোগ এবং কলকাতার মঞ্চে অভিনয় দেখা সহ সেখানকার মঞ্চের পেশাদার কলাকুশলীদের সাথে সখ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। প্রসঙ্গত, বলে রাখা প্রয়োজন হেতমপুরের মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত বীরভূম ডিস্ট্রিক বোর্ডের সহ সভাপতি ছিলেন।[৬] তাই আয়োজিত মেলায় তাঁর প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

এমতাবস্থায় এই সময়কাল বীরভূম জেলার প্রেক্ষিতে হয়ে ওঠে একটি স্মরণীয় সন্ধিক্ষণ। এই স্মরণীয় সন্ধিক্ষণকে অর্ণব মজুমদার জেলার নবজাগরণের সময়কাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন- "১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই সময়কালটি ছিল বীরভূম তথা শহর সিউড়ির রেনেশাঁ যুগ। সারা দেশ জুড়ে তখন স্বাদেশিক ভাব-চৈতন্যের উদ্ভাস। সেই উদ্ভাসের ঢেউ এসে পড়েছে এ জেলার মাটিতেও। সাংস্কৃতিক জীবনচয্যার মধ্য দিয়ে প্রগতির অন্বেষণ তখন নতুন প্রজন্মের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।"[৭] এই ঢেউয়েই বীরভূমে নাট্যচর্চার প্রবেশ ঘটে।

সেই সূত্র ধরেই লাভপুরের জমিদার ও হেতমপুরের জমিদাররা এক সময় সিউড়ী শহরের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন ওদিকে হেতমপুরের জমিদার চক্রবর্তীদের উদ্যোগে ১৯০০-১৯০৩ নাগাত 'লয়েল থিয়েটার' ও লাভপুরের জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায়দের উদ্যোগে ১৯০৫ সালে 'বন্দেমাতরম' (পরবর্তীতে নাম পরিবর্তিত হয়ে 'অন্নপূর্ণা থিয়েটার') থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। সেই ধারা সিউড়ী শহরেও চলে আসে। নগরী গ্রামের রায় পরিবারের সুধীন্দ্র কুমার রায় আত্মজীবনীতে নিজের পিতা ভুজঙ্গভূষণ রায়ের (কিশোরীমোহনের পুত্র ও কৈলাশনাথের নাতি) কাছ থেকে শোনা সেই সময়ের নাট্যচর্চার কিঞ্চিৎ তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি বলেছেন- "শুনেছিলাম ১৯০৬/১৯০৭ সালে প্রথম যে সখের থিয়েটারের সিউরীতে দল হয় তাতে সব চাইতে যাঁরা ভাল অভিনয় করতেন তাঁদের নাম সিউরীর (১) ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) সিউরী ডাঙ্গালপাড়ার গুরুপ্রসন্ন বাবুর পুত্র (৩) লাভপুরের নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার পিতা ভুজঙ্গভূষণ রায়। ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তৎকালে স্ত্রী ভূমিকায় ভাল অভিনয় করতেন বলে শুনেছিলাম। তিনি ছিলেন আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু"[৮]। প্রসঙ্গত, নাট্যাঙ্গনে ও সাহিত্য পরিসরে লাভপুরের জমিদার সন্তান তরুণ নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় [২২শে আশ্বিন, ১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৪) - ১৭ই ভাদ্র, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ (২রা সেপ্তেম্বর, ১৯৪৪)] তখন পরিচিত নাম। তাঁর রচিত 'অন্তরায়' উপন্যাস ১৯০৮ সালে বীরভূম বার্ত্তায় প্রকাশিত হতে থাকে।[৯] এই সৌখিন ধারাই রূপ পায় ১৯১৬ সাল নাগাত। এই সময়কাল (১৯১৬-১৭) সিউড়ী ও বীরভূম জেলার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৬ সালেই হেতমপুরের জমিদার বংশের সদানিরঞ্জন চক্রবর্তী (জন্ম- ২৫শে কার্ত্তিক ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, মৃত্যু- অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ) কাছারিবাড়ি ও তৎসংলগ্ন চতুরপার্শ্বের জায়গা দেশীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কথা মাথায় রেখে ক্লাব তৈরির জন্য দান করেন যার তৎকালীন মূল্য ছিল ৪০,০০০ টাকা। তৎকালীন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার লি. (Lee) সাহেবের নামানুসারে সেই ক্লাবের নাম হয় 'লীজ ক্লাব'।[১০] ১৯৬৫ সালের ১১ই মে এই ক্লাব 'পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিস্টেশন অ্যাক্ট ১৯৬১' আইনের অধীনে

রেজিস্টার্ড হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে সভাপতি হন গুরুসদয় দত্ত (আই. সি. এস., জেলাশাসক), যুগ্ম সহ সভাপতি হন বাবু অম্বিকাচরণ দত্ত ও জে. কে. মুখার্জী, যুগ্ম সম্পাদক হন সতীশচন্দ্র মজুমদার ও এল. এস. ভূষণ, সহকারী সম্পাদক হন দীপ্তেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং অডিটার হন দেবব্রত মুখার্জী।

এই বছরই অর্থাৎ ১৯১৬ সালেই নিজ ব্যয়ে নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় লীজ ক্লাবের পিছনের অংশে স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করান যা ১৯১৭ সালে 'গুরুসদয় মঞ্চ' নামে উদ্বোধন করা হয়।[১১] এখানে এ বিষয়ে দুটি প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, রায়বেঁশেকে পুনঃজীবিত করা ও ব্রতচারীর প্রবর্তন সংস্কৃতিপ্রেমী গুরুসদয় দত্ত ১৯১৫ সালেই জেলাশাসক হিসেবে বীরভূমে আসেন এবং রাজ আনুগত্য প্রদর্শনেই তাঁর নামেই মঞ্চের নামকরণ হয়। দ্বিতীয়ত, 'গুরুসদয় মঞ্চ'-এর প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে বিভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন সালের উল্লেখ্য করে থাকলেও সেগুলি প্রামাণ্য তথ্য ও যুক্তির নিরিখে গ্রহণযোগ্য নয় বলে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠা সাল নিয়ে আলোচনা হতে বিরত থাকা হল। যাইহোক ১৯১৬ সালে নির্মিত ও ১৯১৭ সালে উদ্বোধিত 'গুরুসদয় মঞ্চ'ই হল জেলা সদর সিউড়ীর প্রথম নাট্যমঞ্চ। আর এই সময়েই ১৯১৬ সালেই নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাতকড়ি সাহা, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের সক্রিয় অংশগ্রহণে তৈরি হয় একটি নাট্যদল যা 'নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজ' বা 'নির্ম্মলশিব ড্রামাটিক ক্লাব' নামে আত্মপ্রকাশ করে যেটি সিউড়ী শহরের প্রথম নাট্যদল।

গুরুসদয় মঞ্চে 'নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজ' দ্বারা অভিনীত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রাতকাণা' প্রযোজনাই ছিল প্রথম নাটক। অনুমান কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে) প্রথম অভিনয় হওয়া 'রাতকাণা' ১৯১৭ সালে মঞ্চ উদ্বোধনের দিনেই অভিনীত হয়েছিল। নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তীতে তাঁর দুই পুত্র সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজ' বা 'নির্ম্মলশিব ড্রামাটিক ক্লাব'-এর দায়িত্ব নিলে এই দলে যোগদান করেন পার্বতী সরকার, নগেন্দ্রনাথ মুখার্জী (ননীবাবু/নাগবাবু), রসরাজ সরকার, সুধীর মুখার্জী, হরিনারায়ণ সিংহ প্রমুখরা। এই সকল সু-অভিনেতাদের প্রসঙ্গে বাতিকার গ্রামের সুসন্তান বীরভূম গবেষক অর্ণব মজুমদার (জন্ম- ১৯৩২ সালের ১০ই এপ্রিল) বলেছেন- "প্রকৃতপক্ষে থিয়েটারকে মর্যাদার সঙ্গে গণমানসে উপস্থিত করেন এঁরাই। 'কর্নাজুন' নাটকে শকুনি ও 'সাজাহান' নাটকের সাজাহানের চরিত্রে চরিত্রাভিনেতা পার্বতী সরকারের অভিনয় অথবা 'সীতা' নাটকের রামচন্দ্র এবং 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চাণক্যের ভূমিকায় পার্বতী সরকার বা হরিনারায়ণ সিংহকৃত অভিনয় যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। সেই উচ্চাঙ্গের নাট্যকলা নিশ্চয়ই এমনি এমনি হয়নি। প্রতিভা ও অনুশীলনের মেলবন্ধনেই তা সম্ভব হয়েছিল সেদিন"[১২]। ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নারী চরিত্রে অভিনয় করে সেসময় যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। শ্রী মজুমদার লিখিত গ্রন্থ হতে আরও জানা যায় এই গুরুসদয় মঞ্চে ১৯২০-২১ হতে চল্লিশের দশক পর্যন্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গ্রন্থে পদবী 'চট্টোপাধ্যায়' আছে যা মুদ্রণ প্রমাদ বলেই মনে হয়। কারণ সেই সময় অপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে কোন বিখ্যাত নাট্যাভিনেতার নাম পাওয়া যায় না), যোগেশ চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শিশির ভাদুড়ী, ভূমেন রায়, তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, শিবদাস ভাদুড়ী, শ্রীমতী সরযূবালা, রানীবালা প্রমুখ তৎকালের প্রখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করে গেছেন।[১৩] উল্লেখ্য নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটকগুলি কলকাতার রঙ্গালয়ের পাশাপাশি লাভপুরের অতুলশিব মঞ্চে ও সিউড়ীতে 'নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজ'-এর ব্যানারে গুরুসদয় মঞ্চেও অভিনীত হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে 'বীররাজা', 'নবাবী আমল', 'মুখের মতো', 'চোর', 'ভুলের খেলা' প্রভৃতি। এই বাইরেও বহু

প্রযোজনা যে মঞ্চস্থ হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সকল প্রযোজনার নাম ও মঞ্চস্থ হওয়ার সময়কাল সম্পর্কিত তথ্য বড়ই অমিল।

১৯২১-২২ সালে 'নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজ'-এর অন্যতম সদস্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আস্থাভাজন ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ বিশিষ্ট জনের সঙ্গলাভ করা ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জন্ম- ১৮৮১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর, চন্দননগরের গোঁদালপাড়ায়; মৃত্যু- ১৯৪৮ সালের ১৮ই মার্চ) ১৯২১-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং সেই কারণে তাঁকে তৎকালীন বিহারের দুমকাতে বদলি হতে হয়।[১৪] পরবর্তীতে ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ বা ডান্ডি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন ও ১৯৩৯ সালে কারাবরণ করেন। প্রসঙ্গত ১৯২১-২২ সাল নাগাত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া দলের প্রায় সকলেই কংগ্রেসে যোগদান করে সরাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[১৫] অনুমান এই সময়কালেই কিছু পর হতেই নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুত্র সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৭০) ও নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১১-১৯৯১) দলের হাল ধরতে শুরু করেন এবং পার্বতী সরকার, নগেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখরা দ্বিতীয় প্রজন্ম হিসেবে এই দলে যুক্ত হন। বীরভূম বার্ত্তা পত্রিকায় ১৯২০ সালের ২৯শে মার্চ (১৪ই চৈত্র ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) গুরুসদয় মঞ্চে এই নাট্যদল (পত্রিকায় 'নির্ম্মলশিব ড্রামাটিক ক্লাব' নামে উল্লেখিত) দ্বারা গুরুসদয় মঞ্চে অভিনীত 'দেবলা দেবী' প্রযোজনা সম্পর্কিত ১৯২০ সালের ১০ই এপ্রিলে প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায়- "শুনিলাম অভিনয় মোটের উপর মন্দ হয় নাই।... মেকলে বলিয়াছেন, মহিলা লিখিত গ্রন্থের সমালোচনা করিতে একটু আলগা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে গরমের চেয়ে নরমের ভাগ বেশী হইবে। মফঃস্বলে থিয়েটার পার্টিগুলির সম্বন্ধেও একথা অনেকটা খাটে। কারণ তাহারা পেষাদার নয় তাহাদিগকে নিজ নিজ জীবিকার জন্য কর্মান্তরে ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহারা নিয়মিত শিক্ষা পায় না। এতদ্ব্যাতীত থিয়েটারের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যও তাহাদিগকে চাঁদা আদায়ের জন্য কম বেগ পাইতে হয় না। ইহারা অপরের ক্ষণিক মনোরঞ্জন নয়, আগামীর মহতী আশা"[১৬]।

স্বপন রায় বলেছেন ১৯২৭ সাল নাগাত সর্বজনের সাংস্কৃতিক ও নাট্য চর্চার জন্য উন্মুক্ত থাকা গুরুসদয় মঞ্চ 'রহস্যজনক কারণে আমলাতন্ত্রের কুক্ষিগত হয়ে অভিজাত লীজ ক্লাবের সম্পত্তিতে পরিণত হয়'[১৭]। অবশ্য 'রহস্যজনক কারণ' কি সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই গুরুসদয় মঞ্চের উপরেই নানুর-খুজুটিপাড়া এলাকার ছাতিনগ্রামের জনদরদী বিত্তশালী মানুষ দীননাথ দাসের [জন্ম- ১২৪৯ বঙ্গাব্দ (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ); মৃত্যু- ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৫ই ফাল্গুন কলকাতার বাসভবনে (১৯৩১) খৃষ্টাব্দ] স্মৃতিতে তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাস 'সর্বসাধারণের ব্যবহার্থে' (ফর পাব্লিক ইউস) 'দীননাথদাস মেমোরিয়াল হল' নির্মাণ করেন যার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি মাসে (২৬শে মাঘ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ) তদানীন্তন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার এল. বি. বারোজ (L. B. Burrows) কর্তৃক। এবং পরের বছর ১৯৩৭ সালের ২৯শে জানুয়ারি মাসে (১৬ই মাঘ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) তৎকালীন বীরভূম জেলাশাসক ও কালেক্টার হরিচরণ বসু 'দীননাথদাস মেমোরিয়াল হল'-এর উদ্বোধন করেন। এই হল তথা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের নক্সা ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কলকাতা নিবাসী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ[১৮]। ১৯৩৭ সালের ৭ই আগস্ট লীজ ক্লাব (প্রথম পক্ষ) ও দেবেন্দ্রনাথ দাসের (দ্বিতীয় পক্ষ) মধ্যে দলিল স্বাক্ষরিত হলে এই প্রেক্ষাগৃহ লীজ ক্লাবকে বিবিধ শর্তসাপেক্ষে দানপত্র করা হয়। যদিও পরবর্তীতে সেই সকল শর্তকে প্রভাবশালী অভিজাত লীজ ক্লাব বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই মঞ্চ তথা প্রেক্ষাগৃহকে সিনেমা হলে রূপান্তর ঘটিয়ে সাধারণের প্রযোজনা মঞ্চায়নের পথ পঞ্চাশের দশকের প্রারম্ভেই বন্ধ করে দিয়েছিল। যে গুরুসদয় মঞ্চ একদা সিউড়ী সহ সমগ্র জেলার

নাট্যচর্চায় উদ্দীপক হয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল সেই গুরুসদয় মঞ্চেরই পরিবর্ধিত রূপ 'দীননাথদাস মেমোরিয়াল হল' আমলাতন্ত্রের নগ্ন নখরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নাট্যচর্চার জন্য দুর্গম ও পরিতক্ত্য অঙ্গনে পরিণত হয় যা পরবর্তীতে সিউড়ী শহরের মঞ্চ আন্দোলনে প্রভাব ফেলে। দলিল স্বাক্ষরের দিন অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের ৭ই আগস্টই এই নাট্যদল (পত্রিকায় 'নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজ' নামে উল্লেখিত) দ্বারা গুরুসদয় মঞ্চে 'বিজয়া' অভিনীত হয়। সম্ভবত দলিল স্বাক্ষরকে কেন্দ্র করে এই অভিনয় হয় অথবা উল্টোটি। এই অভিনয় প্রসঙ্গে বীরভূম বার্ত্তা পত্রিকায় ৯ই আগস্ট প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়- "...অনেক অভিনেতাই দেখলাম তাঁহারা স্ব স্ব ভূমিকা যেন বিশেষ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।...এ বিষয়ে প্রম্পটাররাও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, তাহার গলার কসরৎ যে অনেকদূর হইতে শুনা যাইতেছিল!...মন্দিরের আচার্যদের যখন সিক্লের সার্ট গায় দিয়া পাম্পসু পায় দিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিলেন তখন বাস্তবিকই আমারা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। অন্যান্য আচার্য্যরাও দেখিলাম আচার্য্যদেবেরই অনুসরণ করিয়াছেন। বিজয়ার দাসীর পোষাক পরিচ্ছদও ঠিক হয় নাই। অতঃপর কর্ত্তপক্ষ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি দিবেন"[১৯]।

১৯৪৪ সালে নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হন। সেই সময়কালের সিউড়ীতে নাট্যাঙ্গনে উদীয়মান মুখ দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (অমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র; জন্ম-১৯২৬, মৃত্যু- ২০১৩), অভয়াচরণ দাস, অনিল সাহা, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। 'নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজ' বা 'নির্ম্মলশিব ড্রামাটিক ক্লাব'-এর অন্তিম পর্বে এনারাই সেই সময়ের প্রধান কলাকুশলী।

ঠিক কোন কারণে ও কোন সময়ে এই নাট্যদলের অবলুপ্তি ঘটে সে বিষয়ে কোনরূপ তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে অনুমান এই যে, নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে তাঁর দুই পুত্র পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি তদারকি করারা পাশাপাশি রাজনৈতিক ও প্রসাশনিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়লে এই নাট্যদলের উপর তাঁদের রাশ আলগা হতে থাকে। সেই সাথে অভয়চরণ দাস ও মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত উদ্যোগী মানুষরা বেণিমাধব স্কুল, জাগরণী সংঘ ও মঞ্চকেন্দ্রমের নাট্যচর্চাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেক্ষেত্রে পঞ্চাশের দশকের কোন সময়ে নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজের অবলুপ্তি ঘটে থাকবে।

১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সালের সময়কালে শহর সিউড়ী এবং তার চতুরপার্শ্বের প্রায় ১০ কিলোমিটার অঞ্চলের মধ্যে প্রায় সাতটি গোষ্ঠী বা দল নাট্যচর্চায় লিপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে বীরভূমের নাট্যচর্চার অঙ্গনে ১৯০০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে মোট প্রায় ছেচল্লিশটি নাট্যদল বা সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে এই শহরকে কেন্দ্র করে। এছাড়াও ১৯৫০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া একটি সমীক্ষায় জেলার প্রায় ২৮৮৯টি প্রযোজনার সময়কাল সহ অন্যান্য সংগৃহীত তথ্যানুসারে দেখা যাচ্ছে যে উক্ত প্রযোজনার মধ্যে ১৫৭২টি প্রযোজনাই সিউড়ী মহকুমার, যা মোট প্রযোজনার প্রায় ৫৪ শতাংশ। অর্থাৎ এ থেকে দাবী করাই যায় যে, Suri is the 'Theatre Hub' of Birbhum. আর এর সলতে পাকানোর নিভৃত কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল প্রাক স্বাধীনতাকাল থেকেই। আর এই কর্মকাণ্ডে নীরব সদর্থক অংশীদার ছিল লাভপুর গ্রামের সুসন্তান নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্ম্মলশিব নাট্যসমাজ'।

তথ্যসূত্র:

১) সিংহ, সুকুমার; সিউড়ি শহরের ইতিকথা; আশাদীপ; ডিসেম্বর, ২০০৯; কলকাতা; আইএসবিএন- ৯৭৮৮১৯০৮২৩০৬৭; পৃষ্ঠা ৩৪

২) বসু, তরুণ তপন; 'সিউড়ী পৌরসভার ইতিবৃত্ত'; বীরভূমি বীরভূম; সম্পা. বরুণ রায়; দীপ প্রকাশন; ৯ই ডিসেম্বর, ২০০৬; কলকাতা; পৃষ্ঠা ২২৫

৩) মজুমদার, অর্ণব; বীরভূম: ইতিহাস ও সংস্কৃতি; আশাদীপ; জানুয়ারি, ২০১৯ (তৃতীয় মুদ্রণ); কলকাতা; আইএসবিএন- ৯৭৮৮১৯০৮২৩০৮১; পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১

৪) মজুমদার, অর্ণব; 'সেকালের সংবাদপত্রে সিউড়ির নাট্য সংবাদ (১)'; অননায়ুধ (নাট্য সংবাদপত্র); প্রকাশক- স্বপন রায়; সিউড়ী, বীরভূম; ৩০শে অক্টোবর, ২০০৫ (১৪১২ বঙ্গাব্দের ১২ই কার্ত্তিক); পৃষ্ঠা ০৫

৫) মজুমদার, পার্থ শঙ্খ; বড়বাগান মেলা: ইতিহাসের আলোয়; আশাদীপ; ২০০৮; কলকাতা

৬) সরকার, শ্রীকিশোরী লাল; হেতমপুর-কাহিনী; সম্পা. পার্থ শঙ্খ মজুমদার; আশাদীপ; কলকাতা- ৯; প্রকাশ- অগ্রাহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ (ডিসেম্বর, ২০১৫ খৃষ্টাব্দ); আইএসবিএন- ৯৭৮৯৩৮১২৪৫৫৯০; পৃষ্ঠা ১১০

৭) মজুমদার, অর্ণব; বীরভূম: ইতিহাস ও সংস্কৃতি; আশাদীপ; জানুয়ারি, ২০১৯ (তৃতীয় মুদ্রণ); কলকাতা; আইএসবিএন- ৯৭৮৮১৯০৮২৩০৮১; পৃষ্ঠা ২১১

৮) রায়, সুধীন্দ্র কুমার; যতদূর মনে আছে; রাঢ়, রবীন্দ্রপল্লী, সিউড়ী; প্রকাশ- ১৪১৬ বঙ্গাব্দ (বীরভূম বইমেলা); পৃষ্ঠা ২

৯) মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর; বীরভূম চরিতাবিধান; রাঢ়; রবীন্দ্রপল্লী, সিউড়ী; প্রকাশ- ১৪১৮ বঙ্গাব্দ (বীরভূম বইমেলা); আইএসবিএন- ৯৭৮৮১৯২১৮৭৮০৮; পৃষ্ঠা ৩৭

১০) সিংহ, সুকুমার; সিউড়ি শহরের ইতিকথা; আশাদীপ; ডিসেম্বর, ২০০৯; কলকাতা; আইএসবিএন- ৯৭৮৮১৯০৮২৩০৬৭; পৃষ্ঠা ৭০

১১) মজুমদার, অর্ণব; বীরভূম : ইতিহাস ও সংস্কৃতি; আশাদীপ; জানুয়ারি, ২০১৯ (তৃতীয় মুদ্রণ); কলকাতা; আইএসবিএন- ৯৭৮৮১৯০৮২৩০৮১; পৃষ্ঠা ১৮৫

১২) তদেব; পৃষ্ঠা ১৮৬

১৩) তদেব; পৃষ্ঠা ১৮৯

১৪) দাস, দীনবন্ধু; স্বাধীনতা আন্দোলন বীরভূমের সংগ্রামী মানুস; বীরভূম প্রান্তিক; মুরারই, বীরভূম; প্রকাশ- ১৫ই জুলাই, ২০১৮; পৃষ্ঠা ৫৫

১৫) রায়, স্বপন; 'নাটক ও নাট্যচর্চায় বীরভূম-একটি অনুসন্ধান'; পশ্চিমবঙ্গ (বীরভূম জেলা সংখ্যা); সম্পা. সুখেন্দু দাস; মাঘ, ১৪১২ (ফেব্রুয়ারি, ২০০৬); পৃষ্ঠা ২২৮

১৬) মজুমদার, অর্ণব; বীরভূম : ইতিহাস ও সংস্কৃতি; আশাদীপ; জানুয়ারি, ২০১৯ (তৃতীয় মুদ্রণ); কলকাতা; আইএসবিএন- ৯৭৮৮১৯০৮২৩০৮১; পৃষ্ঠা ২০৩

১৭) রায়, স্বপন; 'নাটক ও নাট্যচর্চায় বীরভূম-একটি অনুসন্ধান'; পশ্চিমবঙ্গ (বীরভূম জেলা সংখ্যা); সম্পা. সুখেন্দু দাস; মাঘ, ১৪১২ (ফেব্রুয়ারি, ২০০৬); পৃষ্ঠা ২২৮

১৮) তথ্যাদি দীননাথ মেমোরিয়াল হল যা বর্তমানে চৈতালি সিনেমা হল তার গাত্রে ইংরেজি ও বাংলায় পোতিথ প্রস্তরফলক হতে সংগৃহীত।

১৯) মজুমদার, অর্ণব; বীরভূম : ইতিহাস ও সংস্কৃতি; আশাদীপ; জানুয়ারি, ২০১৯ (তৃতীয় মুদ্রণ); কলকাতা; আইএসবিএন- ৯৭৮৮১৯০৮২৩০৮১; পৃষ্ঠা ২০৩